আমাদের সময়

তারিখ ... 05 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ১২ ... কলাম ... ৩ ...

যথাসময়েই পিএসসি পরীক্ষা, বিভ্রান্তির সুযোগ নেই

–প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) বর্জনের হুমকি দিয়েছেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। বেতন কাঠামো পুনর্গঠন, পদমর্যাদা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবিতে রাজপথে নেমেছেন তারা। এক মাস ধরে কর্মবিরতি, মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচিও পালন করে আসছেন এই শিক্ষকরা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, চলতি বছর প্রাথমিক ও এবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২২ নভেম্বর। চলবে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত। খুদে শিক্ষার্থীদের এই পরীক্ষা বর্জনের আলটিমেটাম দিয়েছেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান গতকাল এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৬

যথাসময়েই পিএসসি পরীক্ষা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) নিজ মন্ত্রণালয়ে আমাদের সময়কে জানান, বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য সরকারিকরণ করা হয়েছে দেশের ২৬ হাজারের বেশি প্রাইমারি স্কুল। শিক্ষকদের বেতনভাতা সুযোগ-সুবিধাও বেড়েছে। তবু আমাদের শিক্ষকদের চাহিদার শেষ নেই, শুধু চাই আর চাই। শিক্ষকরা যতটা নিজেদের দাবি-দাওয়ার কথা বলেন, ততটা ক্লাসে পাঠদানে মনোযোগী নন। তিনি বলেন, আমরা মানসম্পন্ন শিক্ষা দিকে জোর দিচ্ছি। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরই মূল ভূমিকা পালন করার কথা। সরকার তাদের বেতন-ভাতা বাড়িয়েছে, চাকরি সরকারিকরণ করেছে কেন? বিদ্যালয়ে আরও বেশি মনোযোগী হওয়ার জন্যই তো সরকার এসব করেছে।

শিক্ষকরা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করতে পারেন– এ হুমকির বিষয়ে মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ ধরনের কাজ তো তারা করতেই পারেন না। তারা সরকারি চাকরি করেন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করেন। তারা এ রকম কোনো কর্মসূচি পালন করতে পারবেন না। তাদের দাবি থাকতেই পারে। চাকরির শৃঙ্খলা বজায় রেখে সরকারের কাছে তারা সে আবেদন করতে পারেন। তিনি বলেন, শিক্ষকরা তো সরকারি কর্মচারী। তারা প্রকাশ্যে মানববন্ধন, মিছিল, সমাবেশ করে সরকারের বিরুদ্ধে আলটিমেটাম দিতে পারেন কি? বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিষয়ে মাঠে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। যেসব শিক্ষক এসব আন্দোলন করছেন ও ইন্ধন দিচ্ছেন, তাদের তালিকা করতে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আমরা সব সময়ই পরীক্ষার্থীদের বিষয়ে সচেতন। পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের বলতে চাই, আপনার বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না, ঠিকমতো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিন। যথসময়ে, নির্ধারিত সময়সূচি মেনেই প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক সমাপনীর সূচি অনুযায়ী আগামী ২২ নভেম্বর ইংরেজি, ২৩ নভেম্বর বাংলা, ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২৫ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২৬ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ২৯ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবতেদায়ি সমাপনী সূচিতে আগামী ২২ নভেম্বর ইংরেজি, ২৩ নভেম্বর বাংলা, ২৪ নভেম্বর পরিবেশ পরিচিতি সমাজ/পরিবেশ পরিচিতি বিজ্ঞান, ২৫ নভেম্বর আরবি, ২৬ নভেম্বর কুরআন ও তাজবিদ এবং আকাঈদ ও ফিকহ এবং ২৯ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। এ বছর পরীক্ষার ফি ঠিক করা হয়েছে ৬০ টাকা।

এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক রিয়াজ পারভেজ এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, দাবি আদায়ের জন্য রাজপথে নেমেছেন শিক্ষকরা। দাবি পূরণে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সরকারকে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দাবি আদায় না হওয়ায় গত শনিবার থেকে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কর্মবিরতি পালিত হচ্ছে। এরপরও সরকার দাবি না মানলে আগামী ৬ অক্টোবর থেকে লাগাতার কর্মবিরতিতে যাবেন তারা। তিনি নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় পিএসসি পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচিও পুনর্ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক সমিতির দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে– সরকার ঘোষিত দ্বিতীয় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তার পদমর্যাদা বাস্তবায়ন, জাতীয় বেতন স্কেলের দশম গ্রেডে অন্তর্ভুক্ত, সেলফ ড্রয়িং ক্ষমতা প্রদান, নতুন নিয়োগবিধি অনুসারে শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির বিধান চালু, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল পুনর্বহাল। ৬ দফা দাবিতে পাঁচদিনের চার ঘণ্টা করে টানা কর্মবিরতির কর্মসূচি শুরু করেছে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক ফেডারেশন। সংগঠনটির নেতা শাহিনুর আল আমিন জানান, ৮ অক্টোবরের মধ্যে দাবি মানা না হলে ১৫ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত প্রতীকী অনশন পালন করা হবে। তিনি জানান, সহকারী শিক্ষকদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। প্রয়োজনে আসন্ন সমাপনী পরীক্ষা বর্জন করার মতো কর্মসূচিও ঘোষণা করা হবে।

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের ৬ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে– ঘোষিত অষ্টম জাতীয় বেতন স্কেলে প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকদের বেতন ১১তম গ্রেডে পুনর্নির্ধারণ করা, প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ সরাসরি না করা, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিধিমালা পরিবর্তন, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুযায়ী শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ঘোষণা করা ও সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করা, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড পুনর্বহাল করে দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা এবং নন-ভোকেশনাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য অর্জিত ছুটির বিধান প্রণয়ন করা।